দৈনিক ইত্তেফাক

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

247

তা 08 DEC 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

প্রসঙ্গ ঃ সরকারী স্কুল

ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রতি জিলায় একটি করে সরকারী স্কুল স্থাপিত হয়। এইসব জিলা স্কুলের ভাবমূর্তি ছিল অনন্য। এগুলি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মডেল হিসাবে গণ্য হইত। পাকিস্তানী আমলেও সেই ঐতিহ্য অনেকখানি অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই ঐতিহ্য ক্ষীয়মান। উদারনীতিতে বেসরকারী স্কুল জাতীয়করণের ফলে ক্রমবর্ধমান সরকারী স্কুলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৫৫টিতে। অবস্থা বেশ বেসামাল। কেননা এসব স্কুলের নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত হয় সরকার কর্তৃক। কী কারণে জানি না, এ কাজে সংশ্লিষ্ট দফতর নির্লিপ্ত, উদাসীন। তাই পদত্যাগ, ছুটি, অবসর, মৃত্যু ইত্যাদি কারণে শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। অপরদিকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে দ্রুতগতিতে শ্রেণীসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিহীন সীমিত শিক্ষকের পক্ষে এই বর্ধিতসংখ্যক ছাত্রদের শিক্ষাদান দূরের কথা সামলাইয়া রাখাও শক্ত। এতদ-সংক্রান্ত দুঃখজনক সংবাদ এই যে, দেশের ৫৬টি সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ১২২টি স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। আবার কোন স্কুলে প্রধান ও সহকারী প্রধান উভয় পদই দীর্ঘকাল ধরিয়া শূন্য। দেশে প্রায় পাঁচশত সহকারী শিক্ষকের পদও নাকি শূন্য। বর্তমানে স্কুলসমূহের হাল অবস্থা যে কী করুণ ইহা হইতেই তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। বেসরকারী স্কুল অতি সহজে সঙ্গে সঙ্গেই শূন্য পদ পূরণ করিয়া নিতে পারে। স্বাভাবিক কাজের ধারা তেমন ব্যাহত হয় না। কিন্তু সরকারী স্কুলসমূহ লালফিতার দৌরাত্ম্যে অসহায়।

যতদূর মনে পড়ে স্বাধীনতার পূর্বকালে ছয়মাস একটি পদ শূন্য পড়িয়া থাকলে পরবর্তীতে উক্ত পদে কর্মচারী নিয়োগের ভীষণ অসুবিধা পোহাইতে হইত। পদটির প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে প্রচুর প্রমাণ পেশ করিতে হইত। সরকার পক্ষের যুক্তি, ছয়মাস যখন পদটি শূন্য রাখিয়া কাজ চলিতে পারিলো, তখন ঐ পদটি অপরিহার্য নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষীয় মহলে বর্তমানে সে রকম কোন মহৎ চিন্তা-ভাবনা থাকার কথা নয়। কারণ তাহারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন কর্মকর্তা। হয়ত সে কারণেই যে হারে শিক্ষা খাতে অর্থব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে ঠিক সেই হারেই শিক্ষার মান দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। সরকারী স্কুল প্রসঙ্গে এ কথা অতি সত্যি যে, স্কুলসমূহ ক্রমশঃ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। স্কুলসমূহের ভাবমূর্তিসহ শিক্ষার মান ক্রমশঃ বিনষ্ট, বিধ্বস্ত। এখানেই প্রশ্ন, এই অবস্থার প্রতিকার কোথায়?

—খান মুহম্মদ সালেক, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ধানমণ্ডি, ঢাকা।